এখনই পদক্ষেপ নিন

অনুগ্রহপূর্বক ইরানী কর্তৃপক্ষের কাছে লিখুন:

- মোহাম্মদ সাদিক কাবুদভান্দের কারাবন্দিত্ব বাতিল করার আহ্বান জানান।
- তাকে অবিলম্বে ও নিঃশর্তভাবে মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানান, যেহেতু তিনি একজন বিবেক বন্দী ও তাকে আটকের একমাত্র কারণ তিনি সাংবাদিকতা ও মানবাধিকার কর্মকান্ডের মাধ্যমে মত প্রকাশের স্বাধীনতার চর্চা করেছেন।
- রুদ্ধদ্বার কক্ষে তার বিচার হওয়ার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করুন
- এবং মোহাম্মদ সাদিক কাবুদভান্দকে প্রয়োজনীয় সকল ধরনের চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ দিতে কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান।

আবেদন পাঠিয়ে দিন:

Head of Judiciary
Ayatollah Sadegh Larijani
Office of the Head of the Judiciary,
Pasteur St., Vali Asr Ave.
south of Serah-e Jomhouri,
Tehran 1316814737,
Islamic Republic of Iran

ইমেল: info@dadiran.ir (বিষয়ের ঘরে লিখুন: FAO Ayatollah Larijani) কিংবা bia.judi@yahoo.com
সম্বোধন: মহামান্য / Your Excellency

অনুলিপি দিন:

Secretary General, High Council for Human Rights
Mohammad Javad Larijani
High Council for Human Rights
c/o Office of the Head of the Judiciary
Pasteur St, Vali Asr Ave.
south of Serah-e Jomhuri
Tehran 1316814737
Islamic Republic of Iran

ইমেইল: info@humanrights-iran.ir (বিষয়ের ঘরে লিখুন: FAO Mohammad Javad Larijani)
সম্বোধন: প্রিয় মহোদয় / Dear Sir

AMNESTY INTERNATIONAL
সেপ্টেম্বর ২০১১
সূচি নাম্বার: MDE 13/075/20111
Bengali

Amnesty International
International Secretariat
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X ODW
United Kingdom

www.amnesty.org /individuals-at-risk

মোহাম্মদ সাদিক কাবুদভান্দ-এর জন্য এখনই পদক্ষেপ নিন

মোহাম্মদ সাদিক কাবুদভান্দ শান্তিপূর্ণভাবে মত প্রকাশের কারণে ১০ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন।

মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, সাংবাদিক ও ইরানের সংখ্যালঘু কুর্দি জনগোষ্ঠীর সদস্য মোহাম্মদ সাদিক কাবুদভান্দ কুর্দিস্তানের মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন অফ কুর্দিস্তান-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি। তিনি ২০০৪ সাল পর্যন্ত সাপ্তাহিক পত্রিকা *পায়াম-ই মারদম-ই কুর্দিস্তান* (*Payam-e Mardom-e Kordestan*) এরও সম্পাদক ছিলেন, যেখানে ইরানের সংখ্যালঘু কুর্দিদের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলো তুলে ধরে নিবন্ধ প্রকাশ করা হতো। ইরানের বিচার বিভাগ ২০০৪ সালের ২৭ জুন "বিচ্ছিন্নতাবাদী ধারণার প্রচার এবং মিথ্যা সংবাদ ছাপানো"-র অভিযোগে *পায়াম-ই মারদম-ই কুর্দিস্তান* পত্রিকার প্রকাশনা তিন বছরের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। তবে, পত্রিকাটি এরপর আর প্রকাশিত হইনি।

মোহাম্মদ সাদিক কাবুদভান্দকে ১ জুলাই ২০০৭ গ্রেফতারের পর থেকে বেশিরভাগ সময় তেহরানের ইভিন কারাগারে আটক রাখা হয়েছে। সাদা পোষাকধারী নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তারা তাকে গ্রেফতারকালে তার বাড়ি থেকে তিনটি কমপিউটার, বইপত্র, ছবি ও ব্যক্তিগত কাগজপত্রও জব্দ করেছিল। তিনি জানিয়েছেন যে, তাকে ৪০ দিন পর্যন্ত নিঃসঙ্গ কারাগারে রাখা হয়েছিল এবং সেসময়ে জিজ্ঞাসাবাদকালে তার চোখ ছাড়াও হাত-পা বেধে রাখা হতো। তিনি বন্দীদশা ও জিজ্ঞাসাবাদের পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আটদিনের জন্য অনশন করেন; সেসময়ে কারা কর্তৃপক্ষ তাকে টয়লেট ব্যবহারের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে লিখিত অনুমতি নেওয়ার কথা বলেছিল। এহেন আচরণের ফলে তার কিডনি রোগের অবনতি ঘটেছিল।

এক রুদ্ধদ্বার বিচারের মাধ্যমে তেহরানের বিপ্লবী আদালতের শাখা ১৫ (Branch 15) মোহাম্মদ সাদিক কাবুদভান্দকে ২০০৮ সালের মে মাসে ১১ বছরের সাজা দেয়। আবেদনের প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে সাজার মেয়াদ একবছর কমানো হয়। তবে তার কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য অভিযোগে তাকে আরো বেশিসময়ের জন্য কারাদণ্ড প্রদানের সম্ভাবনা রয়েছে।

একথা জানা যায় যে, মোহাম্মদ সাদিক কাবুদভান্দ কারাগারে থাকা অবস্থায় বেশ কয়েকবার ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন ও জ্ঞান হারান; তিনি চোখের সমস্যায় ভুগছেন এবং সাময়িকভাবে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছেন। হৃদরোগসহ তিনি বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন। হৃদরোগের জন্য তার অস্ত্রোপচার করা দরকার। এখন পর্যন্ত চিকিৎসা বলতে তাকে ব্যথানাশক ওষুধ দেওয়া হয়েছে।

৩-১৭ ডিসেম্বর ২০১১

অধিকারের জন্য লিখুন

অসাধারণ কিছু করুন